

উত্তর :

বাড়ির কাজ
ছেলেধরা
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

ক) 'সেবার দেশময় রটে গেল যে',---কী রটেছিল ?

উত্তর : সেবার দেশময় রটেছিল যে, তিনটি শিশু বলি না দিলে রূপনারায়ণ নদীর উপর রেলের পুল তৈরী করা যাচ্ছে না।

খ) কারও মনের শান্তি নেই কেন?

উত্তর : গ্রাম ও শহরে এই রটনা রটিয়েছিল যে, রেল কোম্পানির নিযুক্ত লোকেরা পুল তৈরীর জন্য বিভিন্ন ছদ্মবেশে সর্বত্র ছেলেধরার কাজে নিযুক্ত আছে। এই বার হয়তো তাদের ছেলেপুলের পালা। এই আশঙ্কায় তাদের মনে শান্তি নেই।

গ) মুখুজেজ দম্পতি ও হীকর মধ্যে যে তিক্ত সম্পর্ক তা বর্ণনা করো।

উত্তর : মুখুজেজ দম্পতির ভাইপো ছিল হীকর। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক মধুর ছিল না। সন্তানহীন হওয়া সত্ত্বেও মুখুজেজ দম্পতির সংসার ও সাংসারিক সকল বিষয়ে আসক্তি ছিল তাই পুত্রসম নিজের ভাইপোকে সকল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে সংসার থেকে আলাদা করে দিয়েছিলেন। হীকর নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতে এলে খুড়ি চিৎকার চোঁচামেচি করে গ্রামবাসীকে জানায়, সে মারতে এসেছিল এইভাবে তাদের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল।

ঘ) হীকর মুখুজেজ-দম্পতিকে জব্দ করার জন্য কী ব্যবস্থা করেছিল ?

উত্তর : হীকর মুখুজেজ-দম্পতিকে জব্দ করার জন্য রাইপুরে এসেছিলেন মুসলমান লাঠিয়াল দুইভাই লতিফ মিঞা ও মামুদ মিঞাকে আগাম দুই টাকা ও বক্শিশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুখুজেজ-দম্পতিকে ভয় দেখিয়ে নিজ কার্য সিদ্ধি করতে।

ঙ) লতিফ আর মামুদ যে সাজে সেজে মুখুজেজ বাড়ি গিয়েছিল তার বর্ণনা দাও।

উত্তর : লতিফ আর মামুদ যে সাজে সেজে মুখুজেজ বাড়ি গিয়েছিল সেটি ছিল - “তাদের ইয়া পাগড়ি, ইয়া গালপাট্টা, হাতে ছ-হাতি লাঠি, কপাল-জোড়া সিদুর মাখানো।”

চ) লতিফ মিঞা কীভাবে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল ?

উত্তর : লতিফ মিঞাকে গ্রামবাসীরা ছেলেধরা ভেবে ঘিরে ধরলে সে প্রাণে বাঁচতে কাঁটা বন ভেঙে লাফিয়ে পড়েছিল একটা ডোবায়। এইভাবে সে তার প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল।

ছ) মামুদ কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়েছিল তা লেখো।

উত্তর : মামুদ মিঞা গ্রামবাসীদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে ঘোষাল বাড়ির স্ফায়াল ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু ঘোষালদের ঝি গোয়াল ঘরে গোরুকে জাব দিতে গিয়ে খড়ের বুড়ি টানলে ভীষণ মূর্তির একটা লোক তার পা দুটি জড়িয়ে ধরে এবং সে ভূত বলে চিৎকার করে উঠলে ঘোষাল কর্তা ও গ্রামবাসীরা এসে পূর্বের ছেলেধরার ঘটনা জানায় তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।